সংবাদ

তারিখ 20 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ঠিপত্র

...র জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ইংরেজি পাঠক্রম সঙ্কট

২৫-১১-০২-এর 'সংবাদ'-এ 'ইংরেজি শিক্ষক সঙ্কট' সম্পাদকীয়টি প্রণিধানযোগ্য। অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাবে অধিকাংশ স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইংরেজি বিষয়ে অকৃতকার্য হচ্ছে। এজন্য সদ্য অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আরও (২+২+১)=৫ বছরের জন্য চাকরির মেয়াদ বর্ধিতকরণের সুপারিশ যুক্তিযুক্ত। তবে আমার মনে হয় এতেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না।

ইংরেজি শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণ শিক্ষক সঙ্কটের এটা অনস্বীকার্য হলেও অন্য একটা কারণও বিদ্যমান; যাকে অপ্রধান বলা চলে না। সেটা হলো অসংলগ্ন, অসামঞ্জস্য, অপরিকল্পিত ও হঠকারী পাঠক্রম (Syllabus)। যার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি বিষয়ে দিশেহারা হয়ে অকূল পাথরে সাঁতার দিতে হচ্ছে। আমরা জানি বর্তমান Syllabus অনুসারে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কিছু কিছু ইংরেজি গ্রামার, ট্রান্সলেশন শেখানো হয়। এরূপ স্বল্পলব্ধ জ্ঞান দ্বারা তারা সামান্যতম মনোভাবও ইংরেজিতে প্রকাশের সামর্থ্য অর্জন করতে পারে না।

এর পরে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে তাদের Comprehension, Essay-writing, Paragraph-writing, Application-writing' ইত্যাদি দুরূহ বিষয় সংবলিত কঠিন প্রশ্নপত্রের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। যারা 'সে যায় না', 'আমি স্কুলে যাব', 'বৃষ্টি হচ্ছে' ইত্যাদি ছোট ছোট সরল বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ করতে অসমর্থ, যাদের Gender, Number, Parts of Speech, Sentence, Tense, Rules of Syntax, Appropriate Prepositions, Transformation of Sentences, Voice, Narration ইত্যাদির সামান্যতম জ্ঞানও নেই, এমনকি Stock of words সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা কিভাবে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে? বিশেষ করে IX, X Class-এ যেসব Passage (Comprehension) প্রশ্নভুক্ত করা হয়, তার অর্থ উদ্ধার করা ও তার থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেওয়া একজন স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কিভাবে সম্ভব? দেড়-দুই বছর বয়স্ক এক বাঙালি ছেলেমেয়ে, যার অক্ষরজ্ঞান নেই, সেও ছোট ছোট বাংলা বাক্যে তার মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। অথচ একজন ইংরেজ ছেলেমেয়েকে ওই বাক্যগুলো বলতে অন্তত তাকে ৮ম শ্রেণীর বাংলা পাঠক্রম সংবলিত বই ভালভাবে আয়ত্ত করতে হয়। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও কোন কিছু সম্বন্ধে ইংরেজিতে মনোভাব প্রকাশ করতে অন্তত ৮ম শ্রেণীর গ্রামার-ট্রান্সলেশন-কম্পোজিশনের বই আয়ত্ত করতে হবে। অন্যথায় তাদের পক্ষে এসব Passage -এর অর্থ উদ্ধার করা বা তা থেকে উদ্ভূত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, সুতরাং বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষার (৯ম-১২শ শ্রেণী) সঙ্কট নিরসন করতে হলে ইং রেজি Gram.-Trans.-Comp. -এর পূর্ব নির্ধারিত (বাতিলকৃত) পাঠক্রম-এর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করতে হবে। এছাড়া ইংরেজি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে পাঠদানরত শিক্ষকদের পাঠ আদান-প্রদান প্রক্রিয়া তদারকি করতে হবে। শিক্ষকদের পাঠ-টীকা প্রস্তুত করে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সর্বোপরি কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন স্কেল দিতে হবে। যাতে সম্মানীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অভিভাবকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করতে না হয়। আর এগুলো কার্যকরী হলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, সকলেই উপকৃত হবে ও ইংরেজি শিক্ষা সঙ্কট ও শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য সঙ্কটও দূরীভূত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে তাতে অভিষ্ঠ সিদ্ধি হবে না। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

প্রবোধ চন্দ্র সাহা
সিনিয়র শিক্ষক (অব.)
সম্মিলনী ইন্সটিটিউট, যশোর।